দ্বন্দ্ব এবং সমাধান

২৬. আশির্বাদপুষ্ট নতুন আবাসস্থল পরিণত হয়েছিল দাসত্বে বনাম নির্বাসনের পরীক্ষা পরিণত হয়েছিল নতুন আবাসস্থল
Yusuf: Blessing of Settlement turned into slavery
Musa: The trial of exile turned into settlement

ইউসুফ (আঃ) এর নেতৃত্বে ইয়াকুব (আঃ)-এর সন্তানের অর্থাৎ বানী ইসরাইল জাতি মিশরের তৎকালিন সময়ের সবচেয়ে প্রাচুর্য্যপূর্ণ রাস্ট্রে তাদের নতুন আবাসস্থল পেয়েছিল। সেটি অবশ্যই ছিল বিশেষ আশির্বাদপুষ্ট নতুন আবাসস্থল। কিন্তু কিছু জেনারশন পরই তারা মিশরীয়দের দাসে পরিণত হয়ে লাঞ্চনাময় অপমানজনক জীবনে প্রবেশ করেছিল।

এই লাঞ্চনাময় জীবন থেকে মুক্তির আশায় তারা মুসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে অলৌকিকভাবে মিশর থেকে বের হয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ফিরাউনের কবল থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত হবার পর বানী ইসরাইল জাতি মুসা (আঃ)-এর প্রতি অন্যায় আচরণ শুরু করেছিলে। ফলে তারা দীর্ঘ দিন মরুভুমিতে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরেছিল। পরবর্তীতে কয়েক জেনারেশন পর বানী ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ্ দুনিয়াতে শক্তিশালী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সে সময় তারা ফিরাউনের চেয়ে অনেক বিস্তৃত ও শক্তিশালী রাজত্ব পরিচালনা করেছিল। এই ধারায় আল্লাহ্ সোলাইমান (আঃ)-কে মানুষের বাইরে পর্বত, বাতাস, পিঁপড়া, পাখি এবং জীন জাতির উপর বিশেষ কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। সার্বিক বিষয়টিকে সুরা কসাসের প্রারম্ভে বলেছেন....

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ২৮:৫ আর আমরা চেয়েছিলাম যাদের পৃথিবীতে দুর্বল বানানো হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে৷ আর তাদের নেতা করতে আর তাদের উত্তরাধিকারী করতে, ২৮:৬ আর দেশে তাদের প্রতিষ্ঠা করতে,..”।

বানী ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ্ সম্বৃদ্ধি দিয়েছিলেন, তার আরেকটি বর্ণনা সুরা ইউনুসে:

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ ১০:৯৩ আর ইসরাইলের বংশধরদের আমরা অবশ্যই উত্তম আবাসভূমিতে বসবাস করালাম, আর তাদের আমরা উত্তম বিষয়বস্তু দিয়ে জীবিকাদান করলাম, আর তারা বিভেদ সৃষ্টি করে নি যে পর্যন্ত না তাদের কাছে জ্ঞান এল৷ নিঃসন্দেহ তোমার প্রভু কিয়ামতের দিনে তাদের মধ্যে বিচার করবেন সে-সম্বন্ধে যাতে তারা মতভেদ করেছিল৷

ফলে দেখা যাচ্ছে যা শুরু হয়েছিল অনুগ্রহ সরূপ তা পরবর্তীতে পরিণত হয়েছিল ক্ষমতাহীনতা। অন্যদিকে মরুভূমিতে ভ্রাম্যমান ক্ষমতাহীন একটি জাতি পরবর্তীতে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

বানী ইসরাইল জাতির উত্থান-পতন সংক্রান্ত কুরাআনের বর্ণনা:

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ ১৭:৪ আর আমরা ইসরাইল বংশীয়দের কাছে গ্রন্থের মধ্যে স্পষ্ট জানিয়েছিলাম -- "তোমরা অবশ্য দুইবার পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, আর তোমরা নিশ্চয়ই ঘোর অহঙ্কারে অহঙ্কার করবে৷''

মানুষের বিভিন্ন জাতির উত্থান পতন সংক্রান্ত বিষয়ে আল্লাহ্’র মন্তব্য:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ২:২৫১ .....আর মানুষদের যদি আল্লাহ্র প্রতিহতকরণ না হতো -- তাদের এক দলকে অন্য দলের দ্বারা -- তবে পৃথিবী নিঃসন্দেহ অরাজকতাপূর্ণ হতো৷ কিন্তু আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টজগতের প্রতি অশেষ কৃপাময়৷

২৭. ইউসুফ (আঃ)-এর বর্ণনায় বানী ইসরাইলগণ মিশরে খাদ্যের খোঁজে এসেছিল। মুসা (আঃ)-এর বর্ণনায় বানী ইসরাইলগণ মিশর থেকে বের হবার পর খাদ্যের অন্বেষন করছিল।

Yusuf: Sons of Israel come to Egypt looking for food
Musa: Sons of Israel are desperate for food having left Egypt.

সাতটি ফসলহীন বছরে ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা অর্থাৎ ইসরাইল (আঃ)-এর পুত্ররা অর্থাৎ বানী ইসরাইলগণ মিশরে খাদ্যের অন্বেষনে এসেছিল এবং এক পর্যায়ে মিশরে স্থায়ী হয়েছিল।
অন্যদিকে মুসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে বানী ইসরাইল জাতি ফিরাউনের কবল থেকে পালিয়ে মরুভূমিতে আশ্রয় নিয়েছিল। মিশর থেকে বের হয়ে আবার তারা খাদ্যের অন্বেষন করছিল।

২৮. ইউসুফ (আঃ) এর উপর প্রথম বানী ইসরাইলগণ অন্যায় করেছিল, অতঃপর মিশরীয়রা জুলুম করেছিল। মুসা (আঃ)-এর জীবনকালে তাঁর উপর প্রথম মিশরীয়রা অত্যাচার করেছিল, অতঃপর শেষ অবস্থায় বানী ইসরাইলগণ কষ্ট দিয়েছিল।

Yusuf:Yusuf first wronged by his own people, then by the Egyptians
Musa: Musa first wronged by Egyptians, then by his own people.

বানী ইসরাইলিরা মুসা (আঃ)-কে বিভিন্নভাবে বিব্রত করেছিল এবং তিনি বলেছিলেন:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّـهِ إِلَيْكُمْ ৬১:৫ আর স্মরণ করো! মূসা তাঁর স্বজাতিকে বলেছিলেন, "হে আমার লোকদল! কেন তোমরা আমাকে কষ্ট দিচ্ছ যখন তোমরা জেনে গিয়েছ যে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র প্রেরিত-পুরুষ?''

আল্লাহ্ কুরআনে মুসলিমদের বলছেন, তাদের মত হয়ো না যারা মুসা (আঃ)-কে কষ্ট দিয়েছিল...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ ৩৩:৬৯ ওহে যারা ঈমান এনেছ! তাদের মতো হয়ো না যারা মূসার নিন্দা করেছিল,.....

২৯. ইউসুফ (আঃ) বানী ইসরাইলিদের মিশরে প্রবেশ করিয়েছিলেন। মুসা (আঃ) বানী ইসরাইলীদের মিশর থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

Yusuf: Has the Israelties move to Egypt
Musa: Has the Israeltes move out of Egypt

ফলে দেখা যাচ্ছে যে, বানী ইসরাইল জাতি একজন নাবীর নেতৃত্বে মিশরে প্রবেশ করেছিল এবং আরেকজন নাবীর নেতৃত্বে মিশর থেকে বের হয়েছিল।

৩০. ইউসুফ (আঃ) সবশেষে সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর পরিবারকে একত্রিত করেছিলেন। মুসা (আঃ) জীবনের শেষভাগে বানী ইসরাইলিদের কাছ থেকে আলাদা হবার জন্য দোয়া করেছিলেন।

Yusuf: Yusuf in the end forgives and reunites with his own.
Musa: Musa in the end wants nothing to do with his own.

ইউসুফ (আঃ) বানী ইসরাইলদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন (১২:৯২) এবং তাদের সবাইকে মিশরে এসে একত্রিত হতে আহবান জানিয়েছিলেন (১২:৯৩), মিশরে আসার পরে সবাইকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন (১২:৯৯)।

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّـهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾ ১২:৯২ তিনি বললেন -- "তোমাদের বিরুদ্ধে আজ কোনো অভিযোগ নয়। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন, আর তিনিই তো ফলদান- কারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফলদাতা।''

وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾ ১২:৯৩ ..... আর তোমাদের পরিবার- পরিজনদের সকলকে নিয়ে আমার কাছে এসা।''

وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّـهُ آمِنِينَ ১২:৯৯ .....এবং বললেন -- "ইন- শা-আল্লাহ্ মিশরে নির্বিঘ্নে প্রবেশ করুন।''

বনী ইসরাইলিদের অসাদাচারনে অতিষ্ট হয়ে মুসা (আঃ) তাদের কাছ থেকে আলাদা হবার দোয়া করেছিলেন:

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۖ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾ ৫:২৫ তিনি বললেন, "আমার প্রভু! নিশ্চয়ই আমি আমার নিজের ও আমার ভাইয়ের উপরে ছাড়া কর্তৃত্ব রাখি না, অতএব আমাদের ও দুষ্কৃতিপরায়ণ লোকদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি ঘটিয়ে দাও।''

৩১. ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীটি শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়েছিল। মুসা (আঃ)-এর জীবনের শেষাংশে বানী ইসরাইলিদের মধ্যে বিভেদ এবং অশান্ত পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল।

Yusuf: Saga ends in peaceful resolution
Musa: Saga ends with violent showdown.

অনেক উত্থান পতনের পর ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীটি শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়েছিল। যারা অন্যায় করেছিল তারা ক্ষমা চেয়ে সংশোধিত হয়েছিল এবং ভূক্তভুগিরা তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিল।
অন্যদিকে মুসা (আঃ)-এর জীবনের শেষভাগে বানী ইসরাইলিগণ মুসা (আঃ)-এর সাথে চরম অসহযোগিতা এবং অসাদাচারণ করেছিল। এর ফলশ্রুতিতে মুসা (আঃ) তাদের থেকে নিজেকে আলাদা করার জন্য আল্লাহ্'র কাছে দোয়া করেছিলেন (৫:২৫)। অতঃপর বানী ইসরাইল জাতি ৪০ বছর মরুভূমিতে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরেছিল (৫:২৬)। অনেকের মতে সেই সময় তিনি মারা যান।

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ۛ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۛ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ ৫:২৬ তিনি বললেন -- "তবে নিঃসন্দেহ এটি তাদের জন্য হারাম থাকবে চল্লিশ বৎসর কাল, তারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে। অতএব দুঃখ করো না এই দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতির জন্য।

৩২. ইউসুফ (আঃ) এর কাহিনীতে আযীয পত্নী ক্ষমতা মোহে অন্ধ হয়ে এর অপব্যবহার করেছিল, কিন্তু শেষভাগে নিজের ভুল স্বীকার করেছিল।
মুসা (আঃ)-এর কাহিনীতে ফিরাউন ক্ষমতা মোহে অন্ধ হয়ে এর অপব্যবহার করেছিল, কিন্তু সে সময়মত ভুল স্বীকার করতে পারেনি।

Yusuf: Minister wife misuse her power but she realized.
Musa: Ferwan misuse his power but he realized at too late.

ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে দুনিয়াতে অহংকারী বিচরণে ফিরাউনের সমকক্ষ্য কেউ ছিল না। কুরআনে তার কথা বার বার এসেছে। সে সাগরের পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় ঈমান আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেটা খুব বেশী দেরী হয়ে গিয়েছিল। বর্ণিত হয়েছে কুরআনে:

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ ১০:৯০ আর ইসরাইলের বংশধরদের আমরা সমূদ্র পার করালাম, আর ফিরআউন ও তার সৈন্যদল তাদের ধাওয়া করল নির্যাতন ও উৎপীড়নের জন্য! শেষে যখন ডুবে যাওয়া তাকে পাকড়াল সে বললে -- "আমি ঈমান আনছি যে ইসরাইলের বংশধরেরা যাঁর প্রতি বিশ্বাস করে তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, আর আমি হচ্ছি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।''

آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾ ১০:৯১ "আহা, এখন! আর একটু আগেই তুমি তো অবাধ্যতা করছিলে আর তুমি ছিলে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের মধ্যেকার।'' ৯২. তবে আজকের দিনে আমরা উদ্ধার করব তোমার দেহ, যেন তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। কিন্তু মানুষের মধ্যের অনেকেই আমাদের নিদর্শন সম্বন্ধে অবশ্যই বেখেয়াল।

অন্যদিকে ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতে রাজা যখন আযীয পত্নীকে ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল তখন সে তার ভুল স্বীকার করেছিল। তার শেষ সময়ের আগেই সে ভুল স্বীকার করেছিল যা ফিরাউন পারেনি।

৩৩. ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতে ইসরাইলিরা এবং মিশরীয়রা উভয়ই প্রথমে জুলুম করেছিল কিন্তু শেষে তারা অনুতপ্ত হতে পরেছিল। মুসা (আঃ)-এর কাহিনীতে মিশরীয়রা এবং ইসরাইলিরা জুলুম করেছিল কিন্তু তারা কেউই অনুতপ্ত হতে পারেনি।

Yusuf: Israeltes and Egyptian did worng and later at the end they repented.
Musa: Egyptian and Israeltes did worng and later at the end they could not repent.

বালক ইউসুফের উপর ইয়াকুব (আঃ)-এর দশ ছেলে যাদের আক্ষরিকভাবে বানী ইসরাইল বলা যায়, তারা প্রথম জুলুম করে তাঁকে কুয়ায় ফেলে দিয়ে পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। এর পর তিনি যখন মিশরে স্থানান্তরিত হলেন তখন মিশরীয়রা তাঁর উপর জুলুম করেছিল। আযীয পত্নী এবং মিশরের অভিজাত মহিলাগণ তাঁর সাথে মন্দ আচরণ করেছিল, মিথ্যা অভিযোগে দীর্ঘ সময় কারাগারে বন্দী করে রেখেছিল। এর পর মিশরীয়গণ তাদের ভুল স্বীকার করেছিল এবং তাঁকে কলঙ্ক মুক্ত করে মুক্তি দিয়েছিল। তাঁকে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছিল। এর পর তাঁর ভাইয়েরা যারা তাঁর সাথে শৈশবে জুলুম করেছিল তারাও তাদের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছিল।

মুসা (আঃ)-এর কাহিনীতে ফিরাউন এবং তার অনুসারী মিশরীয়রা প্রাথমিক অবস্থায় জুলুম নির্যাতন করেছিল কিন্তু তারা ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে পারেনি। সবাই পানিতে ডুবে মরেছিল। অপরদিকে মিশর থেকে বের হয়ে ইসরাইলিগণ মুসা (আঃ) উপর জুলুম করছিল এবং মুসা (আঃ)-এর জীবনের শেষ অবস্থা পর্যন্ত তারা তাদের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে পারেনি। তারা উদ্ভ্রান্তের মত ৪০ বছর মরুভমিতে ঘুরেছিল।

৩৪. ইউসুফ (আঃ)-কে শয়তান সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল যে, "নিঃসন্দেহ শয়তান মানুষের জন্য প্রকাশ্য শত্রু" |
মুসা (আঃ)-এর শয়তান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে, "নিঃসন্দেহ সে এক শত্রু -- প্রকাশ্যভাবে বিভ্রান্তকারী"

Yusuf: Yusuf was warned about devil that he is a manifested enemy. (12:05)
Musa: Musa experienced that devil is a manifest, misleading enemy. (28:15)

বালক ইউসুফ (আঃ) যখন নিজের স্বপ্ন নিজেই ব্যাখ্যা করে ফেলেছিলেন তখন পিতা ইয়াকুব (আঃ) তাঁকে ভাইদের সাথে বিষয়টি শেয়ার করতে নিষেধ করেছিলেন এবং পাশাপাশি শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। তিনি শয়তানের ব্যাপারে একই ফ্রেইজ ব্যাবহার করেছিল যা আল্লাহ্ আদম (আঃ) এবং তাঁর স্ত্রীকে শয়তান সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন (৭:২২)।

قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ ১২:০৫ তিনি বললেন, "হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইদের কাছে বর্ণনা কর না পাছে তারা তোমার বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্তের ফন্দি আঁটে। নিঃসন্দেহ শয়তান মানুষের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।

মুসা (আঃ) ভুলবশতঃ মিশরীয় ব্যক্তিটি হত্যা করার সাথে সাথে শয়তানে বিষয়টি টের পেলেন এবং শয়তান যে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু তা অনুভব করলেন এবং বললেন "নিঃসন্দেহ সে এক শত্রু -- প্রকাশ্যভাবে বিভ্রান্তকারী" (২৮:১৫)।

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۝ ২৮:১৫ আর তিনি শহরে প্রবেশ করলেন যে সময়ে এর অধিবাসীরা অসতর্ক ছিল, তখন তিনি সেখানে দেখতে পেলেন দুজন লোক মারামারি করছে, -- একজন তাঁর দলের আর একজন তাঁর শত্রুপক্ষের, তখন যে ব্যক্তি তাঁর দলীয় সে তাঁর সাহায্যের জন্য চীৎকার করল তার বিরুদ্ধে যে তাঁর শত্রুপক্ষীয়, সুতরাং মূসা তাকে ঘুষি মারলেন, তখন তিনি তাকে খতম করে ফেললেন। তিনি বললেন -- "এইটি শয়তানের কাজের ফলে। নিঃসন্দেহ সে এক শত্রু -- প্রকাশ্যভাবে বিভ্রান্তকারী।''

৩৫. ইউসুফ (আঃ)-এর পিতা তাঁর ভাইদের কাছে কঠিন শপথ নিয়েছিলেন কিন্তু তারা সেই শপথ রক্ষা করতে পরেনি।
মুসা (আঃ)-এর শশুড় তাঁর কাছে বিয়ে সংক্রান্ত অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যা তিনি প্রতিপালন করেছিলেন।

Yusuf: Father took a strong covenant from son but they failed to keep that. (12:66)
Musa: Father in law took a strong covenant from son in law and he could keep that. (28:28)

ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা অতিরিক্ত রেশন প্রাপ্তি আশায় এবং রেশন প্রাপ্তির শর্ত পূরনের জন্য যখন বেনি আমিনকে নিয়ে মিশরে যেতে চাচ্ছিল তখন তাদের পিতা ইয়াকুব (আঃ) তাতে রাজী হচ্ছিলেন না। তিনি তাদের ইতিপূর্বে ইউসুফ (আঃ)-এর বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর যখন তিনি রাজী হলেন তখন তিনি তাদের কাছে কঠিনভাবে আল্লাহ্-র নামে শপথ নিয়েছিলেন (১২:৬৬)। কিন্তু তারা সেই শপথ রাখতে পারেনি। বেনি আমিনকে চুরির দায়ে মিশরে রেখে দেয়া হয়েছিল।

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾ ১২:৬৬ তিনি বললেন -- "আমি তাকে কিছুতেই তোমাদের সাথে পাঠাব না যতক্ষণ না তোমরা আমার কাছে আল্লাহ্‌র নামে ওয়াদা কর যে তোমরা নিশ্চয় আমার কাছে তাকে ফিরিয়ে আনবে, যদি না তোমরা একান্ত অসহায় হও।'' অতএব তারা যখন তাঁকে তাদের প্রতিশ্রুতি দিল তখন তিনি বললেন -- "আমরা যা বলছি তার উপরে আল্লাহ্‌ই কর্ণধার।''

মুসা (আঃ) এর হবু শশুড় বিয়ের আগে বিয়ের শর্ত হিসেবে তাঁকে ৮ থেকে ১০ বছর তাঁর কাছে কাজ করার শর্ত দিয়েছিলেন। মুসা (আঃ) সেটি প্রতিপালন করেছিলেন।

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ ২৮:২৭ সে বলল -- "আমি তো চাইছি আমার এই দুই মেয়ের একটিকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে এই শর্তে যে তুমি আমার জন্য চাকরি করবে আট হজ, আর যদি তুমি দশ পূর্ণ কর তাহলে সে তোমার ইচ্ছা, আর আমি চাই না যে আমি তোমার উপরে কঠোর হব। তুমি শীঘ্রই, ইন-শা-আল্লাহ্, আমাকে দেখতে পাবে ন্যায়পরায়ণদের একজন।''

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾ ২৮:২৮ তিনি বললেন -- "এই-ই আমার মধ্যে ও আপনার মধ্যে রইল। এ দুটি মিয়াদের যে কোনোটি আমি যদি পূর্ণ করি তাহলে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবে না। আর আমরা যা কথা বলছি তার উপরে আল্লাহ্ কার্যনির্বাহক রইলেন।''

উভয় শপথের শেষে একই উপসংহারমূলক বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল "وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ " যা কুরআন মাজিদে আর কোথাও ব্যবহৃত হয়নি।

২৮:২৭ আয়াতে আট বছরকে বলা হয়েছে আট হজ। অর্থাৎ আরব এলাকা মাদাইনে সেই সময় হজ দিয়ে বছর হিসাব করা হত। হজের বিষয়টি সেখানে একটি ধর্মীয় বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ থেকে কুরআন গবেষকগণ উপসংহার টেনেছেন যে, মাদাইনে আট থেকে দশ বছর অবস্থানকালে তিনি হজ সম্পন্ন করেছিলেন। ফলে তিনি বাইতুল্লাহ্, ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইসমাইল (আঃ) সম্পর্কে ভালভাব অবগত ছিলেন। ইহুদীগণ বাইতুল্লাহ্ এবং ইসমাইল (আঃ)-এর বিষয়গুলো অস্বীকার করার চেষ্টা করে। কিন্তু কুরআন প্রমাণ করে যে, মুসা (আঃ) যাকে ইহুদীরা মানে বলে দাবী করে, তিনি বাইতুল্লাহ্ এবং ইসমাইল (আঃ) সম্পর্কে ভালভাবে অবগত ছিলেন।